খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 47 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 13 June, 2025 ● ২৯ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

লন্ডন গামী এয়ার ইন্ডিয়া দূর্ঘটনায় নিহত ২৪১

নয়াদিল্লি , ১২ জুন,।। ভারতের বিমান দুর্ঘটনার তালিকায় আরো এক নাম। এয়ার ইন্ডিয়া বোয়িং ৭৮৭ নম্বরের বিমানটি আহমেদাবাদের মেঘানিনগরে দূর্ঘটনাগ্রস্থ হয়েপড়ে। বিমানে মোট ২৪২ জন যাত্রী ছিলেন। তার মধ্যে অধিকাংশই প্রাণ হাড়িয়েছেন বলে খবর। এর মধ্যে ১৬৯ জন ছিলেন ভারতীয়। বাকিদের মধ্যে ১ জন কানাডার, ৭ জন পর্তুগিজ ও ৫৩ জন ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন। এই ঘটনায় প্রত্যেক দেশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি রা মর্মাহত এবং শোক ব্যক্ত করেছেন। বিমানে দুজন পাইলট ও সর্বমোট ১০ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। পাইলট দের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন সুমীত সবরওয়াল এবং ফার্স অফিসার ক্লাইভ কুন্দর। আমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে দুপুর একটা ৩৯ মিনিটে ২৩ নম্বর রানওয়ে থেকে বিমানটি ছাড়ে, এমনটাই জানিয়েছে ডিজিসিএ। কিছুক্ষণ বাদেই ঘটে দুর্ঘটনাটি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ঘটনা স্থলে ছুটে যান। উদ্ধার কাজ শুরু হয় তাৎক্ষণিকভাবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র শোক ব্যক্ত করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যোগাযোগ রাখছেন ভারতের এভিয়েশন দপ্তরের সাথে। কি কারনে বিমানটি দুর্ঘটনা গ্রস্থ হলো সেটি এখনো জানা যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে কোনরকম যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। উল্লেখ্য এই দুর্ঘটনায় নিহতদের তালিকায় রয়েছেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী। তিনি লন্ডনে একটি বৈঠকের উদ্দ্যেশ্যে যাত্রা করছিলেন। বিজনেস ক্লাসে ১২ডি নং সিট ছিল উনার।

অন্যদিকে সর্বশেষ খবরানুযায়ী ২৪২ জনের মধ্যে ২৪১ জনই প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু বেঁচে গেছেন ১১এ নং সিটের যাত্রী বিশ্বাস কুমার রমেশ। অনেকেই বলছেন এটা অলৌকিক ঘটনা। তিনি নিজে পায়ে হেঁটে এম্বুলেন্স অব্দি গিয়েছেন। তার বুকের কিছুটা অংশ পুড়ে গেছে এবং চোখে মুখে আঘাত রয়েছে। কিন্তু এই বিভৎস ঘটনার পর উনি কিভাবে প্রাণে বেঁচে গেছেন সেটা ভেবে উনিও অবাক। এদিকে টাটা গ্রুপ এই ঘটনায় নিহত দের প্রত্যেক পরিবারকে এক কোটি টাকা অর্থরাশি প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও সরকারি ভাবে এখনো পর্যন্ত কোনো আর্থিক সহযোগিতার অঙ্ক নির্ধারিত করা হয়নি। তদন্ত চলছে বলে জানা গেছে।

থালা বাটি নিয়ে বেতন চাইলেন সাফাই কর্মীরা

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। মাসে ৩০ দিন, বছরে ৩৬৫ দিন আপাদমস্তক ঘাম ঝরিয়ে অবশেষে নিজের প্রাপ্য বেতন টুকু চাইতে হয় হাতে থালা নিয়ে পথে বসে। হ্যা, এই ঘটনা একেবারে সত্য এবং এটা আপনার আমার ত্রিপুরা রাজ্যের ঘটনা। থালা নিয়ে ভিক্ষার কৌশলে পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে ধর্নায় বসতে হলো সাফাই কর্মীদের। জানা গেছে মেলাঘরপুর নিগমের অধীন যতজন সাফাই কর্মী রয়েছেন তারা গত ৫ মাস ধরে তাদের ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত। যে সাফাই কর্মীরা পুর নিগমের অধীনে সাফাই কাজ করে তারা নিজেদের সংসার প্রতিপালন করে থাকেন মাসের শেষে যে কয়টা টাকা তাদের একমাত্র ভরসা, সাফাই কর্মীদের সেই বেতন থেকে বঞ্চিত রেখেছে মেলাঘর পুর নিগম। পুর নিগমের আধিকারিকদের দরজায় দরজায় গিয়ে একাধিকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সাফাই কর্মীদের তাদের ন্যায্য বেতন মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ পুরো নিগম মেলাঘরবাসীর কাছ থেকে প্রতি মাসে খাজনা ঠিক ঐ আদায় করে নিচ্ছে। কিন্তু যারা মেলাঘরকে প্রতিদিন সাফাই করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছেন সেই সাফাই কর্মীদের সাথেই পুর নিগমের এই ধরনের আচরণ! সাফাই কর্মীরা, গত ৫ মাস ধরে তাদের ন্যায্য বেতন না পেয়ে তাদের সংসার প্রায় অচল হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। কিন্তু তারপরেও মেলাঘর পুরনিগম তাদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছে না। মেলাঘর পুর নিগমের মিথ্যে আশ্বাস এর দিন গুনতে গুনতে অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে বাধ্য হয়ে সাফাই কর্মীরা মেলাঘর পুর নিয়ম কার্যালয় অফিসে থালা নিয়ে ভিক্ষা চাওয়ার মাধ্যমে ধরনায় বসেন। তাদের দাবি তাদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। সুশাসন আর উন্নয়নের বড়ো বড়ো ফ্লেক্স ফেস্টুনে সরকারের বাহবা ছেপে দিলেই কি আর বাস্তব চিত্র মুছে ফেলা যায়? একদিকে রাজধানীতে পুর নিগমের হাত ধরে একের পর এক উন্নয়ন মূলক কাজের ছবি সামনে আসছে তো অন্য দিকে বেহাল দশায় ধুঁকছে। মেলাঘরের মতো এমন বহু পুর নিগম তাদের দায়িত্বে ফাঁকি দিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। হয়তো সর্বত্র প্রতিবাদের ভাষা প্রকাশ পায় না বহু অজানা কারণে। কিন্তু মেলা ঘরের সাফাই কর্মীরা সাহস দেখিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যার ফলে রাজ্যের আপামর জনসাধারণের পাশাপাশি সরকারের দৃষ্টি ও আকর্ষিত হয়েছে। এবার দেখার বিষয় সাফাই কর্মীদের প্রাপ্য দাবি পূরণে কতটা সময় নেয় মেলাঘর পৌর নিগম।

শাসকদলের ছাত্র সংগঠন শিক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে উগড়ে দিচ্ছে ক্ষোভ

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। মডেল রাজ্য বিজেপি শাসিত ত্রিপুরা। বিভিন্ন সময় মঞ্চেময়দানে বলে বেড়াচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রির মডেল রাজ্যের মডেল মহকুমা অমরপুর শহরের ঐতিহ্যবাহী স্কুল অমরপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। অবশেষে বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের গেইটে তালা ঝোলালো সরকারের আনুগত্য ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। শিক্ষা দপ্তরের বেহাল পরিনতি কারো কাছে গোপন নয়। কোথাও শিক্ষক স্বল্পতা আবার কোথাও শিক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত সামগ্রীর অভাব। সব মিলিয়ে জরতা গ্রস্থ রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামো। তাই সার্বিক চিত্র পরিদর্শন করে দিকে দিকে আন্দোলন গড়ে উঠছে। তারই ছক ঝলক দেখা গেল এদিন অমরপুরে। কেন তালা ঝুলালো প্রশ্ন অবশ্যই উঁকিঝুকি দিচ্ছে ? অভিযোগ নেই উক্ত বিদ্যালয়ে পানীয় জল, নেই ব্ল্যাকবোর্ড। রয়েছে আরও নানান সমস্যা। দীর্ঘদিন যাবত এই সমস্যাদি নিয়ে ধুঁকছে বিদ্যালয় টি কিন্তু হেলদোল নেই দপ্তরের। তাই এদিন বাধ্য হয়ে স্কুলের গেইটে তালা ঝুলালো ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। ১০-১৫ মিনিট পর অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে উক্ত স্কুলের সামনে যায়। পুলিশ গেলে আবার তালা খুলেও দেওয়া হয়। এবার প্রশ্ন হলো কেন তালা ঝোলালো ? আবার কেনই বা তালা খুলে দেওয়া হলো ? তবে মহকুমা জুড়ে গুঞ্জন বিগত পাঁচ বছরের জন্য এই শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো বর্তমান কৃষি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ কে। সকলের সমালোচনার নজরে এসেছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। উনার হাত ধরেই রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের মোটামুটি ভাবে ডঙ্কা বেজে গেছে বলে অভিযোগ এর ছড়াছড়ি। ঠিক তখনই বর্তমান মন্ত্রীসভা গঠন হয়ে গেলেও কোন ভালো মন্ত্রী বা বিধায়কের হাতে না দিয়ে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব এখনো পর্যন্ত নিজের হাতে রেখে দিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। বিভিন্ন মহল থেকে বারবার দাবি উঠেছে দপ্তরটি কোনো একজন নির্দিষ্ট মন্ত্রীর হাতে সপে দেওয়া হোক। কিন্তু তা করেননি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। যার ফলাফল এখন ক্রমশঃ বুঝতে পারছেন রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ। বর্তমানে এই বিদ্যালয় এর সমস্যাদি সমাধানের দাবি জানিয়েছেন এবিভিপি। দেখার বিষয় ডঃ মানিক সাহা যিনি একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রী উনি কতটা দ্রুততার সাথে এই সমস্যার সমাধানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

পানিসাগরে কৃষি কল্যাণ দপ্তরের অন্তিম লগ্নের অনুষ্ঠান

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। ১১ই জুন পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত রৌয়া কমিউনিটি হলে রাজ্য কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় পানিসাগর কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান অন্তিম তথা সমাপ্তি লগ্নের অনুষ্ঠান।এতে সভাপতিত্ব করেন রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আমির উদ্দিন।এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান কল্পনা নাথ,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা পারমিতা সরকার,ত্রিপুরা রাজ্যের কেন্দ্রীয় কৃষি গভেষনাগারের কৃষি গভেষক ধীমান দাস চৌধুরী,পানিসাগর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ড:কল্পাবতী কলই,অল ত্রিপুরা ফার্মার প্রডিউসার অর্গেনাইজেশন এর সাধারণ সম্পাদক বীরেন্দ্র চন্দ্র দাস,রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান জ্যোতীর্ময় দও,পানিসাগর মৎস্য তত্বাবদায়ক কামাল হুসেন,পানিসাগর কৃষি দপ্তরের কৃষি তত্বাবধায়ক সমীরণ দাস,পানিসাগর কৃষি সেক্টর অফিসার দিবেন্দু দেববর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে সমগ্র দেশ জোরে কৃষকদের সমৃদ্ধি, সচ্ছলতা এবং আত্মনির্ভরতার অঙ্গিকার কে বাস্তবায়িত করতে রাজ্য কৃষি দপ্তর কতৃক এই ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে বিগত ২৯ শে মে থেকে ১২ই জুন পর্যন্ত সমগ্র রাজ্য জোরে পনেরোদিন ব্যাপী।এতে করে দেশের প্রায় ১দশমিক ৫ কোটি কৃষকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন সহ দেশের সর্বমোট ৭০০ টি জেলায় ২০০০ টিরেরো অধিক বৈজ্ঞানিক দলের অংশগ্রহণ এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি ও সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য কৃষকদের প্রতিক্রিয়া এবং উদ্ধাবনের ডকুমেন্টস বাস্তবায়িত হবে উক্ত কর্মসূচি কে বাস্তবায়িত করতে পানিসাগর কৃষি দপ্তর কতৃক বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানে প্রচারকারি চলমান যান সমগ্র পানিসাগর কৃষি মহকুমা জোরে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাবে।পাশাপাশি চলমান মৃত্তিকা পরিক্ষা যানের মাধ্যমে কৃষকদের জমির মৃত্তিকা পরিক্ষা করার সু ব্যাবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়।পানিসাগর কৃষি দপ্তর কতৃক জানানো হয় যে,উক্ত কর্মসূচি সমগ্র দেশ জোরে একযোগে পালিত হচ্ছে।এই মর্মে পানিসাগর কৃষি দপ্তর কতৃক ২৯শে মে থেকে আগামী ১২ই জুন পর্যন্ত প্রতিদিন পানিসাগর কৃষি মহকুমার বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে যাবে।রাজ্য কৃষি দপ্তর কতৃক এই ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন কে ঘিরে গোটা পানিসাগর মহকুমা জোরে কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে।এই মর্মে আজ অন্তিম তথা সমাপ্তি লগ্নের অনুষ্ঠানের অঙ্গহিসেবে রৌয়া কমিউনিটি হলে পরপর অনুষ্ঠিত হয় রৌয়া এবং পূর্ব রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বেনিফিসিয়ারিদের নিয়ে কর্মসূচি এবং একই সাথে ইন্দিরাইল এ,ডি,সি ভিলেজেও অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সমাপ্তি লগ্নের কর্মসূচি।রৌয়া কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠানে আগত বেনিফিসিয়ারিদের মধ্যে দুটি করে উন্নত মানের আম ও লেবুর চারা বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়।পাশাপাশি বেশ কয়েকজন কৃষক কে দুটি স্প্রে মেশিন সহ উন্নত মানের ধানের বীজ তুলে দেওয়া হয়।

জাম গাছ থেকে পড়ে প্রাণ হারালেন সুমন

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। জাম আর খাওয়া হলো না। না ফেরার দেশে সুমন। সুমন পালের বাড়ি বিলোনিয়া মহকুমাধীন ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের উত্তর বিলোনিয়া এলাকায়। পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা। দশ বছরের শিশু কন্যা রয়েছে। গত বুধবার দুপুরে নিজ বাড়ির জাম গাছে উঠে জাম পারতে গিয়ে , জাম গাছ থেকে পরে গিয়ে গুরুত্বর আহত হয়। এলাকার কিছু যুবকের সহায়তায় সুমন পালকে তড়িঘড়ি বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর, শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকও সুমনের অবস্থা বেগতিক দেখে আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। বৃহস্পতিবার ভোরে চিকিৎসকের চিকিৎসায় সাড়া না দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সুমন। এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তর বিলোনিয়া এলাকার লোকজন শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। আজ দুপুর দুইটা নাগাদ জিবি হাসপাতাল থেকে সুমনের মরদেহ নিয়ে আসা হয় নিজ বাড়িতে। সুমনের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেংগে পরে স্ত্রী কন্যা সহ সুমনের মা বাবা, আত্মীয় পরিজন ও বন্ধু বান্ধব। এরপর চোখের জলে শেষ বিদায় জানিয়ে শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয় সুমনের মরদেহ।

শিক্ষক বদলি রুখতে ধনপুর শান্তিনগরে সড়ক অবরোধ ছাত্রছাত্রীদের

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। তারিনী সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল সোনামুড়া-কাঠালিয়া সড়ক। বুধবার সকাল দশটা থেকে ধনপুর শান্তিনগর এলাকায় পথ অবরোধ করে বসল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। তাদের দাবির মূল কেন্দ্রে ছিলেন বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক সঞ্জয় সাহা,যাঁকে সম্প্রতি অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট চরমে। পম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাত্র চারজন শিক্ষক রয়েছেন।বারবার উপরের মহলে জানানো হলেও মেলেনি কোনও অতিরিক্ত শিক্ষক।তার উপর আবার একজন শিক্ষক বদলি,তাতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে পড়ুয়ারা। অবরোধের জেরে সড়কের দুইপাশে গাড়ির দীর্ঘ লাইন তৈরি হয় বিপাকে পড়েন যাত্রীরা।প্রায় এক ঘণ্টা খানেক ধরে চলা এই অবরোধের অবসান ঘটে যখন ঘটনা স্থলে পৌঁছান আইএস শম্ভু চরণ দেববর্মা।তিনি ছাত্রছাত্রীদের আশ্বস্ত করে বলেন সঞ্জয় সাহার বদলির আদেশ ছিল একটি ডেপুটেশনের অংশ এবং তাঁকে পুনরায় আগের স্কুলেই বহাল করা হবে।এই আশ্বাস পাওয়ার পরেই ছাত্রছাত্রীরা অবরোধ তুলে নেয় এবং ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।স্থানীয় মহলে প্রশাসনের এই দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা হলেও, বারবার অভিযোগ জানিয়েও শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় ক্ষোভ রয়ে গেছে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

লাভট্রায়েঙ্গেলের বলি শরিফুল এর উদ্দেশ্যে মৌন মিছিল

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। লাভট্রায়েঙ্গেলের বলি শরিফুল ইসলাম। আগরতলায় চার দেওয়ালের ভেতরে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে হত্যা করে সুদূর গণ্ডা ছড়ায় স্যুটকেসে বন্দী করে পাচার হল শরিফুল এর দেহ। তার নিথর দেহ কে ঠিক যেন সিনেমার মতো করে ফ্রিজে রেখে দেওয়া হল। কিন্তু ত্রিপুরা পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেলনা দোষীরা। ৮ই জুন আগরতলা ইন্দ্রনগর এর বাসিন্দা শরিফুল ইসলাম নিখোঁজ হয়। তার পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে নিখোঁজ ডায়েরি ও করে। পুলিশ জোর তদন্তে নেমে তল্লাশি চালাতেই একে একে ধরা পরে সব অপরাধী। উদ্ধার হয় শরিফুল, তবে মৃত অবস্থায়। এই ঘটনা যেন সম্প্রতি দেশে একের পর এক লাভ জিহাদ ও প্রেমের বলি হওয়া প্রত্যেক ঘটনার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। তবে ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম। উল্লেখ্য শরিফুল ইসলাম স্মার্ট সিটি তে বিদ্যুৎ এর কাজ করে। প্রেমিকার সাথে তার কিছুদিন আগে বিবাদ হয়। তার পরপরই প্রেমিকা নবনিতা দাস ও তার দুই ভাই ডঃ দিবাকর সাহা, জয়দীপ দাস এবং আরও এক যুবক মিলে চক্রান্ত করে শরিফুল কে গলা টিপে হত্যা করে। উল্লেখ্য ডঃ দিবাকর সাহা নবনিতা দাস কে ভালোবাসতো। কিন্তু তাদের সম্পর্ক তৈরি হবার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দারাচ্ছিল শরিফুল। অতঃপর এরা শরিফুল কে পথ থেকেই সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করে। ৮ই জুন উপহার দেবার অজুহাতে জয়দীপ দাস এর বাড়িতে ডাকা হয় শরিফুল কে। আর সেখানেই তাকে হত্যা করে তারা এবং একটি ট্রলি বেগ এ তাকে ভরে ঐ ব্যাগ টি রেখে দেওয়া হয়। পরদিন ঐ ব্যাগ টি তাদের অপর এক আত্মিয়ের বাড়িতে রেখে দিয়ে গণ্ডাছড়া থেকে ডঃ দিবাকর সাহার বাড়ির লোক তাদের ইকো গাড়ি নিয়ে এসে পুনরায় স্যুটকেস টি নিয়ে যায়। গণ্ডা ছড়ায় ডঃ দিবাকর এর বাড়ি রয়েছে। সেখানে তাদের একটি দোকান ও আছে। আর সেই দোকানেই ফ্রিজের ভেতরেই রাখা হয় শরিফুল এর দেহ টি। পুলিশ জোর তদন্তে নেমে অবশেষে এই ঘটনার নিষ্পত্তি ঘটায়। গ্রেফতার হয় ৬ জন অভিযুক্ত। তাদের বিরুদ্ধে কঠিন থেকে কঠিনতর পদক্ষেপ নিতে চলেছে প্রশাসন। অন্যদিকে প্রেমিকার প্রতারণা ও হত্যার ষড়যন্ত্র এবং বহিঃরাজ্যে ঘটেচলা অপরাধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ত্রিপুরায় ঘটে যাওয়া এই স্পর্শ কাতর ঘটনায় চারিদিকে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। এদিকে শরিফুলের দোষীদের কঠিন থেকে কঠিনতম সাজার দাবিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইন্দ্রনগর বাসী এক মৌন মিছিল করে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি বিল্লাল মিয়া সহ অন্যান্যরা। বারংবার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এলাকাবাসী। উল্লেখ্য, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এদিনের এই মিছিলে যোগ দিয়ে শরিফুল এর জন্য শোক ব্যক্ত করেছেন।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বাংলা

প্রেমই জীবন, প্রেমই মরণ

ঈশ্বর প্রদত্ত জীবনে ঈশ্বর প্রত্যেকের জন্য কাউকে না কাউকে নির্ধারিত করে রেখেছেন। যার সাথে প্রনয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। যাকে ভরসা করে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে কি তার মর্ম বোঝে এই উন্নয়নের বৈঠা ধরে এগিয়ে চলা ডিজিটাল যুগের মানুষ?

বুঝলে হয়তো সৌরভ রাজপুত, রাজা রঘুবংশী আর শরিফুল ইসলাম দের মতো মানুষ গুলো এভাবে অকালে অসময়ে প্রাণ হারাতো না। হাড় হিম করে দেবার মতো একেকটা ঘটনা আবারো প্রশ্ন রেখে যায়, আমরা কি আদৌ মানব সভ্যতায় বাস করছি ? নাকি সবকিছুই লোক দেখানো। বাস্তবে এই পৃথিবী মাংস খেকো চিলেদের নির্ভরযোগ্য বাসস্থানে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা ও সেই চিলের সমাজে ক্রমশঃ চিল হয়ে উঠছি। স্বার্থপর হয়ে উঠছি। প্রতিবাদের ভাষা ও যেন এখন ধর্ম বর্ণ নির্ভর। কখনো আবার ক্ষমতা নির্ভর। তাই শরিফুলের স্যুটকেস বন্দী দেহ দেখেও চারিদিকে কতটা শান্ত আবহ। বিপরীত ঘটনা ঘটলে , হয়তো বা ধর্মের নামে একে অপরকে ছিঁড়ে গিলে ফেলতো এরা। শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ শিখরে পৌঁছে আজো আমার কতটা নিকৃষ্ট হয়ে আছি। আর এদিকে প্রেমের নামে কত মায়ের বুক খালি করে প্রাণ হরন করা হচ্ছে নিরীহ মানুষ গুলো কে। প্রেম এর তরে জীবন বিলিয়ে দিতে রাজি ছিল যে মানুষ আজ তারা প্রেমের ছলে প্রাণ হরণ করে। কি অদ্ভুত!

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

মানসিক চাপে ভুগছেন?

সারা বছর খেটেও পদোন্নতি হল না? বাড়ি এবং অফিস একসঙ্গে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন? প্রেমের সম্পর্ক কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না? এরকম কোনও না কোনও সমস্যা সকলের জীবনেই কমবেশি হয়। কিন্তু এর জন্য যদি অতিরিক্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় বা শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়, তা হলে সেটা নিয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত মানসিক চাপে রাতে ঘুম না হওয়া, ওজন বেড়ে যাওয়া এবং পরবর্তীকালে ডায়াবিটিস এবং হৃদ্রোগের আশঙ্কাও বেড়ে যায় কয়েক গুণ। তাই মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়া (ইউবিসি)-এর মার্লাইস হোফার নামে এক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত একটি গবেষণা অনুযায়ী, কোনও মহিলা যদি মানসিক চাপে ভোগেন তাহলে সে তাঁর পুরুষসঙ্গীর গন্ধ শুঁকলে মানসিক তৃপ্তি অনুভব করেন। এ ক্ষেত্রে পুরুষসঙ্গীর ব্যবহার করা কোনও জিনিসের গন্ধ বা তাঁর শার্টের গন্ধের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, উদ্বেগের সময় যদি কোনও মহিলার নাকে অপরিচিত কোনও ব্যক্তির গন্ধ আসে তাহলে তাঁর শরীরে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

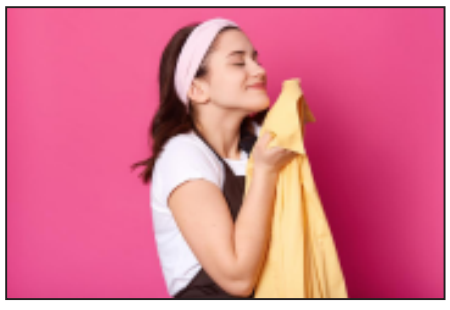

জার্নাল অফ পারসোন্যালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজিতে প্রকাশিত সেই গবেষণা পত্র অনুযায়ী, পুরুষসঙ্গী যখন দূরে থাকেন তখন অনেক মহিলাই সঙ্গীর টি-শার্ট পরেন, সঙ্গী বিছানার যে দিকটায় ঘুমোতেন সেই দিকে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়েন। অথচ তাঁরা জানেন না কেন তাঁরা এই আচরণ করেন। গবেষণা অনুযায়ী পুরুষসঙ্গী কাছে না থাকলেও কেবল তাঁদের গন্ধই মহিলাদের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমানোর হাতিয়ার হতে পারে।

অপবিজ্ঞানের বিরোধিতা করা জরুরি, কিন্তু তার জন্য বিজ্ঞানীর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসকে আক্রমণ করার দরকার নেই

সম্প্রতি ভারতের চন্দ্রাভিযানের প্রাক্কালে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও চাঁদে অবতরণ স্থলের 'শিবশক্তি' নামকরণ নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। ইসরো প্রধান শ্রীধর পানিকর সোমনাথ কেন মন্দিরে পূজা দিলেন, তা নিয়ে আক্রমণ চলেছে একেবারে ব্যক্তিগত স্তরেও। সোমনাথ বলেছেন, তিনি পরিব্রাজক কখনও বহির্জগতের, কখনও অন্তর্জগতের; তাঁর মন কখনও মহাবিশ্বের রহস্য অনসন্ধান করে, কখনও আবার ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে শক্তি পায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি নতুন নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রথম সারির বহু বিজ্ঞানী উচ্চমার্গের গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিজীবনে ধার্মিক আচার পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন, ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন।

ভারতীয় গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন ছিলেন গভীর ভাবে ধার্মিক। তিনি নামাগিরি দেবীর ভক্ত ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। রামানুজনের প্রতিভাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার অন্যতম কারিগর ছিলেন কেমব্রিজের গণিতজ্ঞ গডফ্রে হ্যারল্ড হার্ডি, যিনি ছিলেন আবার ঘোর নাস্তিক। হার্ডির কৌতূহল ছিল রামানুজন গণিতের কঠিনতম সমীকরণ ও অন্যান্য ধারণা করেন কী ভাবে। শোনা যায়, রামানুজন বলেছিলেন, নামাগিরি দেবী তাঁর কানে বলে দিয়ে যান স্বপ্নের মধ্যে। তেমনটা আদৌ হতে পারে কি না, সে অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকুই বলার যে, রামানুজনের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল, তিনি কতটা নিয়ম পালন করতেন, সে সব প্রশ্নের সঙ্গে তাঁর প্রতিভা বা গণিতশাস্ত্রে তাঁর অবদানের কোনও সম্পর্ক নেই বিরোধও নেই, সঙ্গতিও নেই।

পাকিস্তানের প্রথম নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আবদুস সালামের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করি। বিশ্বজগতে চারটি মৌলিক বল কাজ করে মহাকর্ষ বল, তড়িৎচৌম্বকীয় বল, দুর্বল বল এবং শক্তিশালী বল। শেষের দু'টি পরমাণু জগতের মধ্যে ক্রিয়াশীল। চারটি বলকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত করাটা পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তড়িৎ ও চৌম্বক যে একই বল, সেটার তাত্ত্বিক ধারণা প্রথম করেছিলেন জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ঠিক তেমনই, তড়িৎচৌম্বকীয় ও দুর্বল বল দু'টি যে একই, তা প্রমাণ করেছিলেন সালাম, শেল্ডন লি গ্লাশো ও স্টিভেন ভিনবার্গ। সালাম উল্লেখ করেছেন যে, একীভূত বলের ধারণা করতে নিজের গভীর ধর্মবিশ্বাস থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন তিনি।

পদার্থবিদ্যায় ভারতের প্রথম নোবেলজয়ী সি ভি রমন ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। উপবীত ধারণ করেছেন আজীবন, নিজেকে ধার্মিক বলতে দ্বিধা করেননি। মহাত্মা গান্ধী ও প্রাণিবিজ্ঞানী গিলবার্ট রামের সঙ্গে কথোপকথনে রমন বলেছিলেন, "ঈশ্বর থাকলে বিজ্ঞান তাঁকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সন্ধান করবে। না থাকলে তিনি সন্ধানের যোগ্য নন।" অন্য দিকে, আলবার্ট আইনস্টাইন কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেননি। কিন্তু ধর্মাচরণ বা ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে কথোপকথনে, নিজের নানা লেখায় তিনি কৌতূহলী ছিলেন মহাবিশ্বের প্রকৃতির সত্যানুসন্ধানে। আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন: বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, এমন দৈবিক সত্তায় কবি বিশ্বাস করেন কি না। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বিচ্ছিন্ন নয়, তিনি বিশ্বাস করেন মানবিক বিশ্বজগতে, যার মূল সত্য মানুষ। উদাহরণস্বরূপ, বস্তু হয়তো বাইরে থেকে নিরেট, কঠিন; কিন্তু ভিতরে থাকা ইলেকট্রন প্রোটনের মধ্যে কত না ফাঁকা স্থান সেখানে। তেমনই মানুষ হিসাবে প্রত্যেকে আলাদা, কিন্তু মানবিক সম্পর্কের দ্বারা তারা শৃঙ্খলিত হয়ে বিশ্বজগৎ তৈরি করেছে। তাই মনে হয়, দু'জনেই যেন মহাবিশ্বে আমি একা 'ভ্রমি বিস্ময়ে' মুগ্ধ।

ধর্ম, ঈশ্বর বিশ্বাস ছাড়াও বিজ্ঞানজগতে এসেছে রক্ষণশীল সংঘাতের আবহ। আমেরিকান বিজ্ঞানী ও জনপ্রিয় লেখক কার্ল সাগান বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে নানা সময় বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক সময় তাঁকে বলতে হয়েছিল, "প্রমাণের অনুপস্থিতি কিন্তু কোনও কিছুর অনুপস্থিতির প্রমাণ নয়।"

বিজ্ঞানের সর্বজনগ্রাহ্য রূপ হল, কোনও ধারণা সত্য হলে তা পরীক্ষালব্ধ তথ্যের দ্বারা যাচাই করা। অন্যথায় সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু, সমাজ বা রাজনীতির হাতে ততখানি সময় থাকে না, ফলে বিজ্ঞানের উপর চলে আসে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যথোপযুক্ত পরীক্ষানিরীক্ষার বদলে বলপূর্বক সনাতনধর্মী আচার পালনের বাধ্যবাধকতা। দ্বন্দ্ব শুরু হয় বিজ্ঞান বনাম সায়েন্টিজম-এর। দ্বিতীয়টি ধর্মাচরণের খারাপ দিকের মতো বিজ্ঞানের খারাপ দিক। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিসরে জায়গা করে নেয় অপবিজ্ঞান। থালা বাজানো, গোমূত্রপান করে ভাইরাস ঠেকানোর নানা নিদান। সেই অপবিজ্ঞানের বিরোধিতা করা জরুরি, কিন্তু তার জন্য বিজ্ঞানীর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসকে আক্রমণ করার দরকার নেই। ধর্ম বা বিজ্ঞান, কোনও গোঁড়ামি থেকেই অযথা আক্রমণাত্মক হলে তা শুধু যে বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তা নয়, মানবতার পক্ষে ভয়ঙ্কর হবে।

দুর্ভাগ্য, এ-বছর হল না তা

২০২২ সালে মনোনীত হয়েছিলেন নোবেল সম্মানের জন্য। এমনকী, এবছরও। কিন্তু ভারত-জাত সলমন রুশদি পেলেন না। নোবেল গেল নরওয়ের জন ফসের ঝুলিতে। রবীন্দ্রনাথের পর ১১০ বছরে সাহিত্যে আর কোনও নোবেলজয়ী নেই ভারতে!

১৯১৩ সাল। শান্তিনিকেতনে পূর্ণিমার সন্ধে। বনের মধ্যে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের ছাত্রদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চন্দ্রালোকিত চড়ুইভাতি। গরুর গাড়িতে রবীন্দ্রনাথ চলেছেন চড়ুইভাতির পথে। তাঁর কাছে এল এই অপ্রত্যাশিত তার-বার্তা। 'গীতাঞ্জলি'-র জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সেই ঘটনার পরে কেটে গিয়েছে ১১০ বছর। আর কোনও ভারতীয় সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পাননি। এই বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন ভারতে জন্মানো আরও একজন সাহিত্যিক! ১৯৪৭ সালে, রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের ছয় বছর পর, তাঁর জন্ম হয় বোম্বে (এখন মুম্বই) শহরে। শিরায় বইছে ভারতীয় রক্ত, যদিও পরিচয়ে তিনি 'ব্রিটিশ-আমেরিকান'। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মিডনাইটস চিলড্রেন' (১৯৮১), যা তাঁকে পৌঁছে দেয় চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং 'বুকার প্রাইজ' (১৯৮১) পুরস্কারে, আর সেই উপন্যাসের বিষয় কিনা সবে স্বাধীন হওয়া আধুনিক ভারত। কী এসে যায় রুশদির ভাষা যদিও ইংরেজি! ইংরেজি তো ভারতের বহু ভাষার একটি। ভুললে হবে না, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান তাঁর ইংরেজি গীতাঞ্জলি 'সং অফারিংসে'র জন্য, যার ভাষা ইংরেজি গদ্য!

নির্বাচিত হয়েও শেষ পর্যন্ত রুশদির কাছে এ-বছর অধরাই রয়ে গেল সাহিত্যের এই মহা স্মারক। ২০২৩ সালের নোবেল পুরস্কার ধাবিত হল নরওয়ের গদ্যশিল্পী, নাট্যকার ও কবি জন ফসে-র ঝুলিতে। যাঁর স্বীকৃতি সম্বন্ধে নোবেল কমিটি বলেছে, 'ফর হিজ ইনোভেটিভ প্লেস অ্যান্ড প্রোজেস হুইচ গিভ ভয়েস টু দ্য আনসেয়েবল।' তবে এর পরও এই লেখা জন ফসেকে নিয়ে নয়, বরং রুশদিকে নিয়েই, বারবার নমিনেটেড ও শর্ট লিস্টেড হয়েও যিনি থেকে যাচ্ছেন— অন্তত নোবেল প্রাপ্তির নিরিখে— নিষ্ফল ও হতাশের দলে। সলমন রুশদির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় এমন একটি উপন্যাসের মাধ্যমে, যার ভাষা ইংরেজি হলেও 'বিষয়' ভারতের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, দারিদ্র, রিকশাওয়ালার মতো সাধারণ মানুষের যাপন, যন্ত্রণা, বিশ্বাস, লড়াই। রুশদি কী অনায়াস সাবলীলতায় সেই যন্ত্রণা, প্রত্যয় ও প্রাত্যহিক যুদ্ধের সঙ্গে বুনে দিয়েছেন ভারতের সাধারণ মানুষের চেতনা এবং তাদের নিরন্তর দৈনন্দিনের গল্প; যে-গল্প পায়ে-পায়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভারতকে, যে-গল্প নিভে যাবে না কোনও দিন। ভারত, ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ভারতের বাস্তব ও স্বপ্ন, ভারতের সমাজ, পরিবেশ, মানুষ ফিরে-ফিরে এসেছে রুশদির লেখায়। কোনও দিন তিনি ছিন্ন হয়ে যাননি ভারত থেকে। তাঁর শেষ প্রেমিকা ও স্ত্রী, পদ্মলক্ষ্মী, ভারতেরই মেয়ে!

আরও একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাহিত্যিক, ত্রিনিদাদের মানুষ, ভি. এস. নয়পল— তিনিও সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ভারতে এসেওছেন একাধিকবার, হারানো শিকড়ের সন্ধানে। কিন্তু আজীবন থেকেছেন সর্বতোভাবে ভারতবিদ্বেষী। ভারত বিষয়ে তাঁর দু'টি বই— অসামান্য ইংরেজি গদ্যে লেখা— 'অ্যান এরিয়া অফ ডার্কনেস' এবং 'অ্যান উন্ডেড সিভিলাইজেশন'— তাঁর ভারত-বিদ্বেষের নির্ভুল সাক্ষ্য বহন করছে। ভি. এস. নয়পলের সঙ্গে এখানেই মূল পার্থক্য সলমন রুশদির। দু'জনেরই শিকড় ভারতে। নয়পল ভারতকে ভালবাসতে পারেননি। রুশদি পেরেছেন। বরং কখনও ছিঁড়তে পারেননি সেই ভালবাসার বন্ধন, সেই মেদুরতার টান। নয়পল এবং রুশদির মধ্যে আরও একটি প্রভেদের কথা বলতেই হবে। ভি. এস. নয়পলের অসামান্য সহজ গদ্যের শৌভিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করে আমাদের, বুঝতে পারি, কেন তিনি এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজি গদ্যকারদের অন্যতম, এমনকী, যখন তিনি ভারত-বিরোধী কথা বলছেন, তখনও! আর, পুরোপুরি বিপ্রতীপ গদ্য লেখেন সলমন রুশদি। রুশদি শুধু পণ্ডিত নন। প্রজ্ঞাবান। এবং তাঁর উপন্যাসের ভাষাও যত দিন যাচ্ছে হয়ে উঠছে বহুপরতাশ্রয়ী জটিল। সহজ নয় সেই গদ্যের জটিলতা পেরিয়ে তার মর্মার্থে পৌঁছনো। তাঁর গদ্য পড়ার সঙ্গে পেঁয়াজ ছাড়ানোর অভিজ্ঞতার তুলনা চলে হয়তো। কারণ, সহ্য করতে হয় শব্দের ঝাঁজ। ফেলতে হয়, একটির-পর-একটি পরত ছাড়াতে ছাড়াতে, চোখের জল। তবু মনে তো হয়, সলমন রুশদি পড়া মানে ধ্রুপদী সাহিত্যের আঁচ পোহানো। তাঁর লেখা যে বই-ই পড়ি না কেন— 'শালিমার দ্য ক্লাউন', 'লুকা অ্যান্ড দ্য ফায়ার অফ লাইফ', 'দ্য গোল্ডেন হাউস', 'দ্য গ্রাউন্ড বিনিথ হার ফিট', 'শেম' কিংবা 'টু ইয়ার্স এইট মান্থসঅ্যান্ড টোয়েন্টি এইট নাইটস'— সবসময় মনে হয়, ধ্রুপদী সাহিত্যের ফায়ার প্লেসের পাশে তাপ পোহাচ্ছি। উড়ছে শব্দের স্ফুলিঙ্গ। বহ্নিমান ভাষা আমাদের দগ্ধ করছে। এবং দহন ভাল লাগছে।

একটা কথা, তাঁর লেখা ছোটদের গল্প— 'হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ'-এ কি নিরন্তর ঢেউ তুলছে না রূপকথার ভারত? কিন্তু ছোটদের গল্পেও রুশদি সরে যাননি তাঁর আড়ালের লেখা, তাঁর তির্যক গভীরতা, তাঁর প্রজ্ঞার ব্ল্যাকহোল থেকে, যা শুষে নেয় আমাদের। পালানোর পথ নেই বড়দেরও! এবং এমনকী ছোটদের গল্পেও এমন কথা অতর্কিতে উচ্চারণে আনেন তিনি, যা তুলতে পারে বিতর্ক, কিংবা চায়ের পেয়ালায় তুফান! নয়পল-ও বিতর্কিত লেখক। যে-লেখককে নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই, তিনি কি লেখক? এ-প্রশ্ন তো প্লেটোর কাল থেকেই জীবন্ত। তবু তফাতও আছে নয়পল এবং রুশদির বিতর্কিত হওয়ার মধ্যে। রুশদিকে হতে হয়েছে এমন বিতর্কের শিকার, যে-বিতর্ক তাঁকে বারবার বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে জীবন থেকে। কিন্তু শেষ শ্লেষ এখানে— তাঁকে নিয়ে সব বিতর্ক ক্রমাগত তাঁকে দিয়েছে অমরত্ব। ছুরি দিয়ে তাঁর চোখ উপড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে! কিন্তু তাঁর লেখা আমাদের করেছে নতুন দৃষ্টিদান।

এই বছরে প্রকাশিত, এখনও পর্যন্ত শেষ উপন্যাস, রুশদির 'ভিকট্রি সিটি' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা অন্তত জানেন, এই মাস্টারপিসের বিষয় আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সুপ্রাচীন ভারতের দাক্ষিণাত্যে--- দক্ষিণ ভারতের দেবদেবী, সংস্কার, বিশ্বাস, যৌনতা ও প্রজ্ঞার প্রাঙ্গনই এই উপন্যাসের সঞ্চারভূমি। রুশদির শেষ স্ত্রী পদ্মলক্ষ্মী দক্ষিণ ভারতেরই এক পরমা। এবং এই উপন্যাসের নারী-চরিত্রগুলির সেক্সুয়ালিটির সঙ্গে কি মিশে যায়নি পদ্মলক্ষ্মীর অবিকল্প আকর্ষণ? আমরা কি ভুলতে পারি এই উপন্যাসের দক্ষিণী পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে, যাঁর সংস্কৃত প্রজ্ঞার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রবল নারী-লিপ্সাও! এই উপন্যাসেই এক চোখ-হারানো রুশদি দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর লেখা আমাদের নব-দৃষ্টিদানের স্বার্থে কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে! এই উপন্যাসেই তিনি তুলেছেন এই অভিনব, পৃথিবী-কাঁপানো প্রশ্ন— কোনও সভ্যতা কি সত্যিই গড়ে উঠতে পারে কোনও ম্যাজিক বীজ থেকে, যে-বীজ জন্ম দিতে পারে আর-এক অলৌকিক সভ্যতার, কিন্তু যে-বীজ ধারণ করে না কোনও নিরন্তর, বিস্তৃত সাংস্কৃতিক স্মৃতি? এই প্রশ্নের 'দৃষ্টিদান' কি পৌঁছে দেয় না অনন্ত নক্ষত্রবীথিতে? বারবার মনোনয়ন পেয়েও নোবেল পাননি রুশদির সমকালের আরও একজন বিশিষ্ট লেখক মিলান কুন্দেরা। ক্ষমতার সঙ্গে লড়াই রুশদি লড়ে আসছেন 'দ্য সেটানিক ভার্সেস' (১৯৮৮) প্রকাশের পর থেকেই। এই সংঘাত ও সংঘর্ষের প্রতর্কটি বিস্মৃতির বিরুদ্ধে, আত্ম-অস্তিত্বের মুছে না যাওয়ার বিরুদ্ধেও। সমাজের মুরব্বিরা তাঁর মুণ্ড দাবি করেছিল। ফতোয়া জারি হয়েছিল তাঁর নামে। কিন্তু এতে দমে যাননি বা লেখা থামাননি রুশদি। স্বীকৃতি-স্বরূপ পেয়েছেন 'বুকার অফ দ্য বুকারস' (১৯৯৩)। সেদিক থেকে দেখলে— সাহিত্যের সংসারে রুশদি ইতিমধ্যেই স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। নোবেল পুরস্কার সেই স্থায়িত্বের সিংহাসনে একটি ঝলমলে মুক্তো হয়ে টিপের মতো আটকে যেতে পারত। দুর্ভাগ্য, এ-বছর হল না তা।

ব্যর্থতা যখন পূর্ণ আলোর পথ দেখায়

এই সমাজ এবং সংসারে প্রত্যেক মানুষই আশাবাদী, আর এই আশা, ভরসা নিয়ে মানুষ কর্ম শুরু করেন কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ নিজ কর্মের প্রতি মন সংযোগ না দিয়ে আশা, ভরসার উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, অর্থাৎ মানুষ যখন তার ইচ্ছা বা অভিলষনীয় বিষয় ঘটাতে পারবে এই বিশ্বাসে সেই বিষয়ে ভরসা যখন মানুষ করেন সেটাই হয় মানুষের আশা, ভরসার কেন্দ্র বিন্দু, আর যার কারণে কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষের মনসংযোগ কমে যায়। মানুষের মন একটা। মানুষ যদি এক মনে কোন কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট হন তবে সেক্ষেত্রে মানুষের জীবনে কর্মের বিজয় আসতে পারে, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারণ থাকতে পারে না। এক মনে ও প্রাণে মানুষ যদি কোন কর্ম সম্পাদনকালে মানুষের মনসংযোগের অভাব ঘটলে, সেই কর্মে সফলতা আসে না আসে ব্যর্থতা। সুতরাং মানুষের মনের স্থিরতা মানুষকে কর্মে বিজয় ত্রনে দেয়। সুতরাং বলা যেতে পারে ব্যক্তির কর্ম যখন সফল ও সার্থক হয়। তখন কর্মের বিজয় আসে। কর্মের বিজয় হচ্ছে কর্মের ফল। কর্মের ফল মানুষকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এমনকি মৃত্যুর পরেও কর্ম ফলের দ্বারা মানুষ বেঁচে থাকতে পারেন। কর্মের আশা কোন মানুষকেই বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। আশা ভঙ্গ হয়ে নৈরাশ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায় আসে ব্যর্থতা। মানুষের মনের আশা হচ্ছে মরীচিকা স্বরূপ অর্থাৎ অলীক মোহকারিণী অর্থাৎ মনের আশা মানুষকে কখনও পূর্ণ আলোর সন্ধান দিতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে মানুষের কর্মের ফল হচ্ছে আলোকময় শক্তির এক পূর্ণ অবস্থা। মানুষের কর্ম ফল হচ্ছে অতিশয় আলোক যুক্ত এবং আলোক রূপ ওজন শূন্য অনুভূতি সাপেক্ষ বিষয়। মানুষের জীবনের ব্যর্থতা হচ্ছে পরাজয়সূচক নৈরাশ্যের এক কালো ছায়া অথবা অমঙ্গলসূচক এক অবস্থা বলা যেতে পারে। প্রত্যেক মানুষের উচিৎ ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা মানুষকেই করতে হবে। কর্মের দোষ ত্রুটির কারণেই মানুষের জীবনে ব্যর্থতা আসে। ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে জানতে হবে বা জানার চেষ্টা করতে হবে। ব্যর্থতার কারণ জানা গেলে সেখানে থেকে মানুষ শিক্ষা লাভ করতে পারবেন। আর শিক্ষার মধ্যে রয়েছে অনুভূতির সাপেক্ষ কর্ম বিষয়ের জ্ঞান আর সেই পথে ধরে আসবে এবং কর্মফলের আলোয় আলোকময় হয়ে উঠবে। সুতরাং ইহা ছাড়া বলা যেতে পারে যে ব্যর্থতা ছাড়া মানুষের জীবনে সফলতা আসতে পারে বলে মনে হয় না। তবে হ্যাঁ ব্যর্থতা যখন কোন মানুষের জীবনে আসে, সেই সময় মানুষকে অনুসন্ধান করে জানতে হবে যে ব্যর্থতার আসল কারণ গুলি কি? সেই বিষয়ে অবগত হয়ে মানুষকে সেই কর্মের প্রতি আরো বেশ যত্নশীল হয়ে উঠতে হবে। ব্যর্থতায় ভেঙে পরলে সফলতা বগা বিজয় পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কোন কাজে যদি ব্যর্থতা আসে, তবে সেই ব্যর্থতার কারণ বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কোথায় কর্মের ভুল ত্রুটি ছিল, তারপর মানুষ যদি কঠোর পণ, অটল সংকল্প এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেই কর্ম সম্পাদন করেন তবে সেই কর্মে বিজয় পাওয়া সম্ভব। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে ব্যর্থতা কখন কখন সফলতার চাবীকাঠি হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের বিজ্ঞনীগণ চন্দ্রযান বিক্রম দুই বার চাঁদে পাঠিয়ে দুই বার ব্যর্থ হয়েছিলেন কিন্তু তৃতীয় বার চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পাঠিয়ে সফল হয়েছিলেন সারা বিশ্বের মধ্যে যেটা প্রায় অসম্ভব ছিল, সেটাও সম্ভব হয়েছিল।

সরকারি কর্মচারীরা কি শেয়ার কেনাবেচা করতে পারেন ? মিউচুয়াল ফান্ডে করতে পারেন লগ্নি ? কী বলছে নিয়ম ?

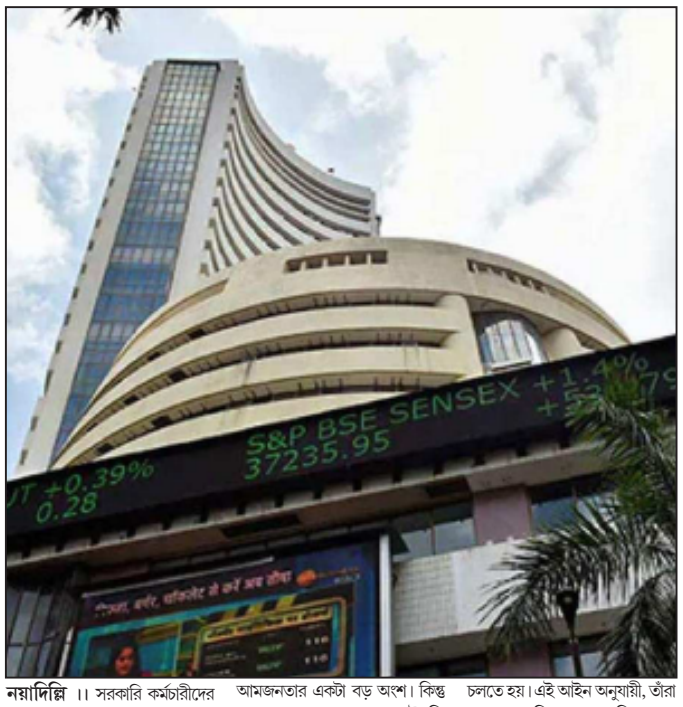

নয়াদিল্লি ।। সরকারি কর্মচারীদের স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের আদৌ অনুমতি রয়েছে কি না, তা নিয়ে অনেকের মনেই রয়েছে ধোঁয়াশা। এ ব্যাপারে রয়েছে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক বিধি।শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগ্রহ বাড়ছে প্রতি দিন। প্রথাগত লগ্নির পাশাপাশি মিউচুয়াল ফান্ডেও টাকা রাখছেন আমজনতার একটা বড় অংশ। কিন্তু শেয়ারে লেনদেনের আদৌ কি অধিকার রয়েছে সরকারি কর্মচারীদের? কী ভাবে এই ধরনের কেনাবেচা করবেন তাঁরা? আনন্দবাজার ডট কমের এই প্রতিবেদনে রইল তার হদিস।এ দেশের সরকারি কর্মচারীদের ১৯৬৪ সালের 'সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসেস (কন্ডাক্ট) রুলস' মেনে চলতে হয়। এই আইন অনুযায়ী, তাঁরা শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে লগ্নি করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত মানতে হবে তাঁদের। বিধি ভেঙে স্টকে বিনিয়োগ করলে বড় ধরনের শাস্তির মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সরকারি কর্মচারীদের আচরণ বিধিমালার ৩৫ নম্বর ধারায় দ্রুত লাভের জন্য দৈনিক লেনদেন বা ডে ট্রেডিং এবং স্বল্পমেয়াদি কেনাবেচা করতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সমস্ত লগ্নি তাঁরা নিজের নামে বা তাঁদের স্ত্রীর নামে করতে পারেন। এ ছাড়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যৌথ ভাবে স্টকে লেনদেনের অধিকার রয়েছে তাঁদের।

সরকারি কর্মচারীদের শেয়ারে লেনদেনের কোনও ঊর্ধসীমা নেই। কিন্তু, ঘন ঘন তা করার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ ছাড়া স্টকে লগ্নি এবং সম্পদের মোট মূল্য দু'মাসের মূল বেতনের (বেসিক পে) বেশি হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে তা অবশ্যই সরকারকে জানাতে হবে।

স্টকের মতো সরকারি কর্মচারীরা মিউচুয়াল ফান্ডেও বিনিয়োগ করতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ের জন্য এতে লগ্নিতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু স্বল্পমেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পাশাপাশি, স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সরকারি কর্মচারীকে অবশ্যই নিজের কাছে রাখতে হবে। এ ছাড়া বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা সেবি (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) এবং আয়করের মতো দফতরের কর্মীদের বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। এঁদের ক্ষেত্রে স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ওই নিয়মের অধীনে করতে হবে। সাধারণ লগ্নিকারীদের মতো শেয়ারে লেনদেনের জন্য সরকারি কর্মচারীদেরও ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খোলা বাধ্যতামূলক। অন্য কোনও ভাবে স্টক কেনাবেচা করতে পারবেন না তাঁরা।

মধুচন্দ্রিমায় হত্যাকাণ্ডে উঠে এল নতুন নাম: জিতেন্দ্র! কী যোগসূত্র সোনমের সঙ্গে?

নয়াদিল্লি ।। সোনম, রাজ-সহ পাঁচ জনকে আট দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে পেয়েছে মেঘালয় পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে আরও তথ্যসংগ্রহ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এরই মধ্যে উঠে এল আরও এক নতুন নাম। মেঘালয়ের মধুচন্দ্রিমায় হত্যাকাণ্ডের তদন্তে পরতে পরতে রহস্য। প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে। এ বার উঠে আসছে জিতেন্দ্র রঘুবংশী নামে এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ। রাজা রঘুবংশীর হত্যার নেপথ্যে তাঁরও কি কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল? তদন্তকারীরা জিতেন্দ্রর ভূমিকাও আতশকাচের তলায় রেখে দেখছেন বলে সূত্রের খবর। রাজার খুনের তদন্তে তাঁর স্ত্রী সোনম রঘুবংশী, 'প্রেমিক' রাজ সিংহ কুশওয়াহা-সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাঁচ জনকেই মেঘালয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে আট দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে পেয়েছে পুলিশ। তাঁদের জেরা করে এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা।এরই মধ্যে ভেসে উঠল জিতেন্দ্রর নামও। তাঁকে এখনও পর্যন্ত আটক বা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়নি। তবে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, প্রাথমিক ভাবে 'ভাড়াটে খুনি'দের টাকা দেওয়ার জন্য এই জিতেন্দ্রের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই ব্যবহার করেছিলেন সোনম। এই তথ্য উঠে আসার পর থেকে মেঘালয়ের হত্যাকাণ্ডে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসতে শুরু করেছে। কে এই জিতেন্দ্র? সোনমের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক? ধৃত সোনমের ভাই গোবিন্দ রঘুবংশীর বক্তব্য, জিতেন্দ্র হলেন সোনমের তুতো ভাই। সোনমদের যে পারিবারিক ব্যবসা রয়েছে, সেখানেই কাজ করেন তিনি। কিন্তু টাকার লেনদেনের জন্য জিতেন্দ্রের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কেন ব্যবহার করেছিলেন সোনম? গোবিন্দের দাবি, সোনম যে ইউপিআই অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করতেন, সেটি জিতেন্দ্রের নামেই খোলা হয়েছিল। তবে কেন জিতেন্দ্রের নামে সেটি খোলা হয়েছিল, তার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি গোবিন্দ। জিতেন্দ্রের নাম এই ভাবে উঠে আসার পরে রাজার খুনের পাশাপাশি সোনমদের পারিবারিক ব্যবসা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অন্যের নামে খোলা ইউপিআই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার নেপথ্যে কি ব্যবসায় হাওয়ালা যোগ? এমন প্রশ্নও উঠে আসছে। যদিও হাওয়ালা যোগের তত্ত্ব অস্বীকার করেছেন গোবিন্দ।তাঁর দাবি, পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে কোনও হাওয়ালা যোগ নেই। ব্যবসা সংক্রান্ত দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্যই জিতেন্দ্রের নামে খোলা ওই অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করা হত।

অগ্নিগর্ভ লস অ্যাঞ্জেলেসে গ্রেফতার অন্তত ৪০০ জারি রয়েছে কার্ফু, বিক্ষোভ আমেরিকার একাধিক শহরে

নয়াদিল্লি ।। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ লস অ্যাঞ্জেলেস। চলছে লুটপাট। শুধু লস অ্যাঞ্জেলেসেই নয়, একে একে ক্যালিফর্নিয়ার অন্য শহরগুলিতেও ছড়াতে শুরু করেছে বিক্ষোভ।

টানা ছ'দিন ধরে বিক্ষোভের আগুনে পুড়ছে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শহরে ন্যাশনাল গার্ড (আমেরিকার সেনার একটি বাহিনী যাদের দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলায় মোতায়েন করা হয়) মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত চলছে কার্ফু। বুধবার রাতেও তার অন্যথা হল না। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সন্ধ্যার পর থেকেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে সেনা-পুলিশের দল। আলো পড়ে আসতেই দিনভর উত্তপ্ত শহরের পরিস্থিতি যেন থমথমে!

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ লস অ্যাঞ্জেলেস। চলছে লুটপাট। শুধু লস অ্যাঞ্জেলেসেই নয়, একে একে ক্যালিফর্নিয়ার অন্য শহরগুলিতেও ছড়াতে শুরু করেছে বিক্ষোভ। নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, সিয়াটেল, ডেনভার, সান ফ্রান্সিসকো, আটলান্টা-সহ আমেরিকার বিভিন্ন বড় শহরেও অভিবাসন এবং শুল্ক দফতরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে কার্ফু জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস। বিক্ষোভ ঠেকাতে সেনা নামিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মোতায়েন করা হয়েছে ৪০০০ ন্যাশনাল গার্ড। মেরিনবাহিনীরও প্রায় ৭০০ সদস্যকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। সেনা নেমেছে টেক্সাস প্রদেশেও।

শনিবার থেকে এখনও পর্যন্ত লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগের হাতে ৪০০-রও বেশি বিক্ষোভকারী গ্রেফতার হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, এদের মধ্যে বেশির ভাগ বিক্ষোভকারীকে নিষেধ সত্ত্বেও জমায়েত করার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশকর্মীদের উপর আক্রমণ কিংবা মলোটভ ককটেল, বন্দুক ইত্যাদি রাখার জন্যও ধরা পড়েছেন কেউ কেউ।

অন্য দিকে, সেনা নামানোর সিদ্ধান্তের পর থেকেই বিরোধীদের তোপের মুখে পড়ছেন ট্রাম্প। ঘটনার জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। ক্যালিফর্নিয়ার নেতারা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। ট্রাম্পের এই দমনপীড়ন 'লোক দেখানো' বলেও দাবি করেছেন অনেকে। সরব হয়েছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনও।

তাইল্যান্ডে পুত্রের বিয়ে, ৪টি ফ্ল্যাট, একাধিক বাংলো, তিন শহরে ১৯টি জমি! সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের বিপুল সম্পত্তি উদ্ধার

নয়াদিল্লি ।। এসিবি সূত্রে খবর, সম্প্রতি তাইল্যান্ডে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে পুত্রের বিয়ে দিয়েছেন তেলঙ্গানার ইঞ্জিনিয়ার শ্রীধর। তাঁর বিরুদ্ধে মাসকয়েক আগেই আয়-বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ উঠেছিল। আয়-বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালালেন দুর্নীতিদমন শাখার (এসিবি) আধিকারিকেরা। তিনি তেলঙ্গানার সেচ দফতরে কর্মরত। অভিযুক্ত সেই সরকারি ইঞ্জিনিয়ার নুনে শ্রীধরের ১৩ ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালানোর পর তাঁর সম্পত্তির বহর দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান দুর্নীতিদমন শাখার আধিকারিকেরা। এসিবি সূত্রে খবর, সম্প্রতি তাইল্যান্ডে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে পুত্রের বিয়ে দিয়েছেন শ্রীধর। শ্রীধরের বিরুদ্ধে মাসকয়েক আগেই আয়-বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু সম্প্রতি বিদেশে পুত্রের বিয়ের ঘটনা এসিবির নজর কাড়ে। শ্রীধরের বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযানে নামে তারা। স্থাবর এবং অস্থাবর মিলিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে বলে এসিবি সূত্রের খবর। এসিবি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, হায়দরাবাদের শেকপেটে একটি আবাসনে ৪৫০০ বর্গফুটের বিলাসবহুল ফ্ল্যাট রয়েছে শ্রীধরের। এ ছাড়াও করিমনগরে রয়েছে আরও তিনটি ফ্ল্যাট। যেগুলির এক একটির দাম কোটি টাকার উপরে। শুধু তা-ই নয়, এসিবি আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, ফ্ল্যাট ছাড়াও শ্রীধরের কয়েকটি বাংলোও রয়েছে। তার মধ্যে একটি হায়দরাবাদের তেল্লাপুরে রয়েছে। বাকিগুলির খোঁজ চলছে। এ ছাড়াও ওয়ারাঙ্গল, করিমনগর এবং হায়দরাবাদে তিনটি বাড়ি রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারের। এখানেই শেষ নয়। এসিবি সূত্রে খবর, করিমনগরে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের বেশ কয়েকটি হোটেলও রয়েছে শ্রীধরের। বাড়ি, ফ্ল্যাট, বাংলো এবং হোটেল ছাড়াও রাজ্যের তিন শহরে ১৯টি বাস্তু জমি আছে। এ ছাড়াও রয়েছে ১৬ একর কৃষিজমি। এ তো গেল স্থাবর সম্পত্তির হিসাব। এসিবি জানিয়েছে, বাড়ি থেকেও নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। সেই টাকার পরিমাণ কত, এখনও তা স্পষ্ট নয়। শ্রীধরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও বিপুল টাকার হদিস মিলেছে। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর গয়নাও। এসিবি সূত্রে জানানো হয়েছে, আয়-বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে শ্রীধরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাঁর আর্থিক লেনদেন সংক্রান্তনথিপত্র, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট এবং হোটেলের সব নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, বেনামে আরও অনেক সম্পত্তি কিনে রেখেছেন শ্রীধর। সেগুলির হদিস পেতে তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হতে পারে।

তুতো বোনের প্রতি 'আকর্ষণ'! তাঁর প্রেমিককে খুনের পর দেহ লুকোলেন ফ্রিজে, ত্রিপুরায় ধৃত ডাক্তার-সহ ৬

নয়াদিল্লি ।। পুলিশ জানিয়েছে, তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর বুধবার ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই যুবকের সঙ্গে গান্দাচেরা এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

মেঘালয়ে রাজা রঘুবংশীর খুন নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে, উত্তর-পূর্বেই আরও এক রাজ্যে 'ত্রিকোণ' প্রেম ঘিরে খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে এল। এ বার ঘটনাস্থল ত্রিপুরা। এই রাজ্যেই তুতো বোনের প্রেমিককে খুনের অভিযোগ উঠল এক চিকিৎসক-সহ ছ'জনের বিরুদ্ধে। শুধু খুন করাই নয়, দেহ লোপাট করতে যুবকের দেহ প্লাস্টিকে মুড়িয়ে দোকানের আইসক্রিম রাখার ফ্রিজারেও লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

আগরতলা থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে ধলাই জেলার গান্দাচেরা বাজার এলাকার ঘটনা। গত ৮ জুন থেকে নিখোঁজ ছিলেন এক যুবক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। অবশেষে গান্দাচেরা বাজারে একটি দোকানের ভিতরে ফ্রিজ থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরার এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক কিরণ কুমার কে জানিয়েছেন, প্রাথমিক ভাবে এটি ত্রিকোণ প্রেমের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবক বিদ্যুৎমিস্ত্রি ছিলেন। তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর বুধবার ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই যুবকের সঙ্গে গান্দাচেরা এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ঘটনাচক্রে, সেই তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন তাঁরই তুতো দাদা দিবাকর সাহা। পেশায় তিনি এক জন চিকিৎসক।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৮ জুন দক্ষিণ ইন্দ্রনগরের কবরখালা এলাকায় জয়দীপ দাসের বাড়িতে ওই যুবককে ডেকে নিয়ে আসেন দিবাকর। তাঁকে উপহার দেওয়ার অছিলায় ডেকে নিয়ে আসা হয় বলে অভিযোগ। জয়দীপের বাড়িতে ওই যুবক আসতেই তাঁর উপর দিবাকর এবং তাঁর দুই সঙ্গী অনিমেষ যাদব এবং নবনীতা দাস হামলা চালান। অভিযোগ, যুবককে প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। তার পর যুবকের দেহ প্লাস্টিকে মুড়িয়ে ট্রলিব্যাগে ভরে রাখা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার দু'দিন আগে ট্রলিব্যাগটি কিনে নিয়ে আসা হয়েছিল। আর এখান থেকেই পুলিশের সন্দেহ, কী ভাবে খুন করা হবে, তার পর কী ভাবে দেহ লোপাট করা হবে, সব আগে থেকে পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন অভিযুক্তেরা।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ৯ জুন সকালে দিবাকরের বাবা দীপক এবং মা দেবিকা সাহা ট্রলিব্যাগে যুবকের দেহ নিয়ে যান গান্দাচেরা বাজারে। সেখানে তাঁদের একটি দোকান রয়েছে। সেই দোকানে রাখা আইসক্রিমের ফ্রিজারে যুবকের দেহ ভরে রাখেন দীপক এবং দেবিকা। যুবকের খোঁজে তদন্তে নেমে তাঁর প্রেমিকার হদিস পায় পুলিশ। সেই সূত্র ধরে তরুণীর তুতো দাদার হদিস মেলে। তার পরই মঙ্গলবার চিকিৎসক দিবাকরকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর বাবা, মা-সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় দিবাকরকেও।

পুলিশ সুপার কিরণ কুমার জানিয়েছেন, হত্যার নেপথ্যে রয়েছে ত্রিকোণ প্রেম। দিবাকরের বোনের সঙ্গে ওই যুবকের প্রেম ছিল। আবার তুতো বোনের প্রেমে পড়েছিলেন দিবাকর। তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তরুণী এবং দিবাকরের মোবাইলের মেসেজেও সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। এই ঘটনায় মোট ছ'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

২,৭০০ কোটি টাকার প্রতারণা! গুজরাত এবং রাজস্থানের ২৪টি জায়গায় একসঙ্গে তল্লাশি ইডির

নয়াদিল্লি ।। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গুজরাত এবং রাজস্থানের ২৪টি জায়গায় একসঙ্গে হানা দিয়েছেন ইডির আধিকারিকেরা। প্রায় ২,৭০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার একটি মামলায় এই অভিযান চলছে। ২,৭০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার মামলার তদন্তে গুজরাত এবং রাজস্থানে হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুই রাজ্যের প্রায় ২৪টি জায়গায় একসঙ্গে তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। ইডি সূত্রে খবর, নেক্সা এভারগ্রিন নামে একটি সংস্থার বিরুদ্ধে প্রথমে একটি মামলা রুজু করেছিল রাজস্থান পুলিশ। মোটা টাকার লাভ এবং গুজরাতের ঢোলেরা শহরে জমি পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লগ্নিকারীদের থেকে ২,৭০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই সংস্থার বিরুদ্ধে। রাজস্থান পুলিশ মামলা রুজুর পরে আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর আওতায় পৃথক একটি মামলা রুজু করে ইডিও। ওই মামলার সূত্রেই বৃহস্পতিবার গুজরাত এবং রাজস্থানে হানা দিয়েছেন তদন্তকারীরা।সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুসারে, রাজস্থানের জয়পুর, যোধপুর, ঝুনঝুনু, সিকার এবং গুজরাতের অহমদাবাদ-সহ প্রায় ২৪টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, ওই সংস্থার বিরুদ্ধে রাজস্থানের প্রচুর মানুষকে প্রতারিত করার অভিযোগ রয়েছে।

সোনম-রহস্যের জট কাটিয়েছে একটি মঙ্গলসূত্র আর ট্রলিব্যাগ! কী ভাবে মোড় ঘুরল তদন্তের? কী জানাল মেঘালয় পুলিশ

নয়াদিল্লি ।। সোনমকে বুধবার শিলঙের আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। পুলিশ ১০ দিনের হেফাজতের দাবি জানালেও তাঁকে আপাতত আট দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। একটি ট্রলিব্যাগ, আর তার ভিতরে থাকা একটি মঙ্গলসূত্র হার। এই দু'টি গয়না মেঘালয় হত্যাকাণ্ডে তদন্তের অভিমুখ বদলে দিয়েছে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছে মেঘালয় পুলিশ।

ঘটনাক্রম উল্লেখ করে পুলিশ জানিয়েছে, সদ্যবিবাহিত রাজা রঘুবংশী এবং সোনম রঘুবংশী গত ২২ মে মেঘালয়ের পূর্ব খাসি জেলার সোহরায় একটি হোমস্টেতে গিয়ে ওঠেন। কিন্তু সেখানে তাঁদের আগাম বুকিং না-থাকায় কোনও ঘর ফাঁকা ছিল না। তাই ওই হোমস্টেতে ট্রলি ব্যাগ রেখে নংরিয়াত গ্রামের উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। তদন্তকারীরা বুঝতে পারেন যে, ৩০০০ সিঁড়ি টপকে ওই গ্রামে পৌঁছোনোর জন্যই রাজা এবং সোনম সঙ্গে থাকা ব্যাগটি হোমস্টেতে রেখে গিয়েছিলেন।

২৩ মে সোহরায় ফিরে ওয়েইসডং জলপ্রপাত দেখতে যান রাজা এবং সোনম। ২ জুন ওই জলপ্রপাতের কাছ থেকেই রাজার দেহ উদ্ধার হয়। রহস্যের জট খুলতে সোহরার ওই হোমস্টেতে গিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। সেখান থেকে মেলে রাজাদের রেখে যাওয়া ওই ট্রলিব্যাগটি। ট্রলিব্যাগ খুলে তদন্তকারীরা দেখেন, তার ভিতরে রয়েছে একটি মঙ্গলসূত্র এবং একটি আংটি। তদন্তকারীদের বক্তব্য, বিবাহিত মহিলারা এই দু'টি জিনিসকে পবিত্র বলে মনে করেন। কোনও পরিস্থিতিতেই এগুলো ফেলে আসতে চান না। কিন্তু ট্রলিব্যাগ থেকে এই দু'টি জিনিস মিলতেই 'নিখোঁজ' সোনমের দিকে তদন্তের অভিমুখ ঘুরে যায়। এই প্রসঙ্গে মেঘালয় পুলিশের ডিজি আই নোংরাং সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "আমরা সোহরার হোমস্টে থেকে সোনমের মঙ্গলসূত্র এবং আংটি উদ্ধার করি। একজন বিবাহিত মহিলা গয়না ফেলে যাচ্ছেন, এটাই তাঁকে সন্দেহ করার জোরালো কারণ বলে আমরা মনে করি। সেইমতো তদন্ত চলতে থাকে।"

বেশ কয়েক দিন 'নিখোঁজ' থাকার পর গত ৮ জুন মধ্যরাতে সোনম আত্মসমর্পণ করেন। ইনদওরে বা মেঘালয়ের কোথাও নয়, উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে। স্বামীকে খুনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে মেঘালয় পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় আরও তিন জনকে। অভিযোগ, স্বামীকে খুনের জন্য সোনম ভাড়াটে খুনি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের টাকাও দিয়ে দিয়েছিলেন। এর পরেই রাজ কুশওয়াহা নামের যুবকের সঙ্গে সোনমের প্রেমের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোনম এবং রাজ একে অপরকে বিয়ের আগে থেকেই চিনতেন।

সোনমকে বুধবার শিলঙের আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। পুলিশ ১০ দিনের হেফাজতের দাবি জানালেও তাঁকে আপাতত আট দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে মেঘালয় পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত সোনম বা অন্য অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা যায়নি। নথি সংক্রান্ত কাজে তদন্তকারীরা ব্যস্ত ছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের পুরোদমে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পূর্ব খাসি পাহাড়ের সহকারী এসপি। খুনের ঘটনার সঙ্গে সোনমের জড়িত থাকার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছেন।

'আমরা প্রস্তুত রয়েছি', ইরানের ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তার নিশানায় কি ইজরায়েল? পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা পশ্চিম এশিয়ায়

নয়াদিল্লি ।। রয়টার্স আমেরিকার গোয়েন্দা প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ইরানের পরমাণু ঘাঁটিতে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইজরায়েল। ওই প্রতিবেদন প্রকাশ্যে আসার পর তেহরান তেল আভিভকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল বলে মনে করা হচ্ছে।

আমরা প্রস্তুত রয়েছি। ইরানের আপাত নির্বিবাদী এই তিন শব্দের বার্তা পশ্চিম এশিয়ায় পরমাণু যুদ্ধের ডঙ্কা বাজাচ্ছে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই। বুধবার গভীর রাতে (ভারতীয় সময় অনুসারে) সমাজমাধ্যমে ইরানের সরকারি অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট করা হয়। সেখানে ইরানের জাতীয় পতাকার ছবি দিয়ে উপরে লেখা হয়, "আমরা প্রস্তুত রয়েছি।" কিন্তু কোন বিষয়ে প্রস্তুতির কথা বলা হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি।

ইরান ব্যাখ্যা না-দিলেও পশ্চিম এশিয়ার ভূরাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, ওই তিন শব্দের বার্তায় আদতে ইজরায়েলকে নিশানা করেছে ইরান। বুধবার সংবাদ সংস্থা রয়টার্স আমেরিকার গোয়েন্দা প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ইরানের পরমাণু ঘাঁটিতে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইজরায়েল। ওই প্রতিবেদন প্রকাশ্যে আসার পর তেহরান তেল আভিভকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্য দিকে, পরমাণু চুক্তিতে স্বাক্ষর নিয়ে আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে বোঝাপড়া কার্যত ভেস্তে গিয়েছে। এই বিষয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেও। তবে সংবাদ সংস্থা এপি ওমানের বিদেশমন্ত্রী বদর-অল-বুসাইদিকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, রবিবার সে দেশে এই বিষয়ে আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে ষষ্ঠ পর্যায়ের আলোচনা হবে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার আমেরিকার উপর চাপ বাড়িয়েছে ইরান।

সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদে বলেন, "পরমাণু চুক্তি নিয়ে ষষ্ঠ দফার আলোচনা ব্যর্থ হলে এবং সংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ইরান আঞ্চলিক (পশ্চিম এশিয়ার) মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালাবে সমস্ত মার্কিন সেনাঘাঁটি কিন্তু আমাদের নাগালে রয়েছে।"

ইরানের এই হুঁশিয়ারির পরেই পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশের মার্কিন দূতাবাস থেকে আধিকারিককের সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, "তাঁদের (আমেরিকার আধিকারিক) সরানো হচ্ছে। কারণ, এ যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।" ট্রাম্প নির্দিষ্ট কোনও দেশের নাম না-করলেও একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, ইরানের পড়শি দেশ ইরাক থেকে নিজের দেশের আধিকারিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের

এমনিতে গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েল এবং হামাসের মধ্যে সংঘাতের কারণে কয়েক বছর ধরেই অস্থিরতা রয়েছে পশ্চিম এশিয়ায়। ইজরায়েল এই পরিস্থিতিতে বুধবার ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, গোটা অঞ্চলে অস্থিরতা প্রশ

চা বাগানের ছায়াপদ গাছ নিয়ে চলছে এবার বানিজ্য

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। চা বাগিচায় ছায়াপদ গাছগুলো বিক্রি করে অবৈধভাবে কামাই করছে একাংশ। অভিযোগ এই অবৈধ বানিয়ের সাথে জড়িয়ে আছে চা শ্রমিক। খবর নিয়ে জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে হরিশ নগর বাগানের চা বাগিচায় ছায়া পদ গাছগুলো বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি বাগানের লেইক থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে মাছ। এই ঘটনার পেছনে এক বাগান শ্রমিকের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ অন্যান্য শ্রমিকদের। বাগানের শ্রমিকরা জানান কেন্দ্রীয় কারাগারের পাশের সমস্ত ছায়া পদ গাছগুলো বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। গাছ বিক্রির বিষয়টি নজরে আসলে বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। জানা গেছে বাগান ম্যানেজার ছুটিতে রয়েছেন। গত দুমাস ধরে তিনি বহিরাজ্যে। বর্তমানে দায়িত্বে রয়েছেন রমেশ শর্মা। ওনার কাছ থেকে জানতে চাইলে তিনি বলেন বিষয়টি ওনার নজরে রয়েছে খুব শীঘ্রই দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে। এদিকে গাছ চুরির ঘটনায় বাগান শ্রমিকরা খোঁচাখুঁজি শুরু করলে রাজেশ তাঁতির বাড়ি থেকে কিছু কাঠ উদ্ধার করলে রাজেশ তাঁতি বাগান থেকে গা ঢাকা দেয়। জানা গেছে রাজেশ তাঁতি বর্তমানে পলাতক। খবর পেয়ে বাগানে ছুটি আসেন বনদপ্তরের কর্মীরা। বনদপ্তরের আধিকারিকরা ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার রমেশ শর্মা কে সঙ্গে নিয়ে রাজেশ তাঁতীর বাড়ি সহ বাগানের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালায় এবং কিছু চোরাই কাঠ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করে।

নিখোঁজ স্বামীর খোঁজে থানার দ্বারস্থ অসহায় স্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। নিখোঁজ স্বামীকে খুঁজে পেতে থানার দ্বারস্থ স্ত্রী। জানা গেছে শ্রীনগর থানার অন্তর্গত মলয়নগর নেপালি

টিলা এলাকার দীনেশ দাসের ৪২ বছর বয়সী ছেলে দীপক দাস আমতলী থানা এলাকার কাঠালতলির মায়া ব্যাকারীর সামনে থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। দীপকদাস পেশায় একজন বেকারির গাড়ি চালক। জানা গেছে দীপকদাস গত সোমবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেকারিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হলেও দীপকদাস বাড়িতে ফিরে আসেননি। সোমবার রাতেও দীপক দাস বাড়িতে ফিরে না আসায় উনার পরিবারের লোকজনদের মধ্যে দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে যায়। সোমবার রাত থেকেই দীপক দাসের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনসহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করা হয় কিন্তু দীপক দাসের কোন সন্ধান না পেয়ে প্রথমে দীপক দাসের স্ত্রী শ্রীনগর থানার দ্বারস্থ হয়, যেহেতু দীপক দাস আমতলী থানা এলাকার কাঠালতলী থেকে নিখোঁজ হয়েছে তাই শ্রীনগর থানার পক্ষ থেকে দীপক দাসের স্ত্রীকে বলে দেওয়া হয় আমতলী থানায় বিষয়টি নিয়ে নিখোঁজ ডায়েরি করতে। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে নিখোঁজ দীপক দাসের স্ত্রী আমতলী থানায় স্বামী নিখোঁজের ঘটনায় লিখিত আকারে নিখোঁজ ডায়রি করেন। নিখোঁজ দীপক দাসের পরিবারে রয়েছে উনার বৃদ্ধ মা বাবা, স্ত্রী এবং দুই ছোট ছোট পুত্র সন্তান। সেদিন সাংবাদিকদের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে দীপক দাসের স্ত্রী চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্বামীকে খুঁজে পাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন।

ভুয়া নথি নিয়ে আঁধার কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। ভুয়ানথি নিয়ে আধার কার্ড আপডেট করতে এসে ফেঁসে গেলেন এক ব্যক্তি। জানা যায় ওই ব্যক্তির বাড়ি ঝাড়খন্ডে। তিনি বৈবাহিক সূত্রে কৈলাসহর ইরানি থানার অধীনে হীরাছড়া চা বাগান এলাকায় বিগত সাত থেকে আট বছর ধরে বসবাস করছেন। সেই সূত্রে বৃহস্পতিবার বিকেল বেলা তিনি তার সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে কৈলাসহর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে আধার কার্ড আপডেট করতে আসেন। তখনই তার কাগজপত্র দেখে সন্দেহ জাগে আধার সুপারভাইজার আকরাম আলীর মনে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ডেপুটি কালেক্টর রত্নদীপ দাসের নজরে দেন তখনই তড়িঘড়ি ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে মহকুমা প্রশাসন। পরবর্তীকালে তার কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় তার দুটি নাম রয়েছে কোন কাগজে লেখা রয়েছে টুম্পা উরাং আবার কোন কাগজে লিখা রয়েছে সুরেশ উরাং। এই সমস্ত অসঙ্গতি লক্ষ্য করে মহকুমা প্রশাসন কৈলাসহর থানার পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসহর থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে থানার হেফাজতে নিয়ে যায় পাশাপাশি মহকুমা প্রশাসন তার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে কৈলাসহর থানায় বর্তমানে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। পরবর্তীকালে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ওই ব্যক্তি জানায় সে দালাল চক্রের মাধ্যমে ভুয়া নথি তৈরি করেছে তবে এখন দেখার বিষয় হলো প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সবাই।

সোনামুড়া-কাঠালিয়া সড়ক অবরোধ তারিনী সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে সোনামুন্ডা-কাঠালিনা সড়ক অবরোধ ভানিনী সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। জানা যায় তারিনী সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত চলছে চার জন শিক্ষক দিয়ে। ভার মধ্যে সম্প্রতি আরও একজন শিক্ষককে অন্যত্র বদলির নির্দেশিকা এসেছে। এই বিষয়ে জানার পর বিদ্যালয়ের পড়ুয়া সহ অভিভাবকরা স্কোতে ফেটে পড়ে। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে পড়ুয়ারা বাধ্য হবে সড়ক অবরোধে সামিল হয়। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দাবি ভাদের বিদ্যালয় থেকে কোন পড়ুয়াকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না। শিক্ষক সঙ্কটের কথা স্বীকার করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকও। তিনি জানান বিদ্যালয়টি চার জন শিক্ষক দিয়ে চলছে। ভার থেকে এক জন শিক্ষককে ডেপুটেশনে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভিনি আরও জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক সঙ্কট নিয়ে বিদ্যালনের এসএমসি কমিটির সদস্যরা একাধিকবার শিক্ষা দন্তরের আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তারপরও সমস্যার সমাধান হন নি।

হিম সাগর চাষ করেই স্বাবলম্বী তেলিয়ামুড়ার অর্চনা কলই

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। হিমসাগর আম চাষ করে এবছর থেকে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে এক জনজাতি মহিলা। তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অন্তর্গত সর্দূকর্কারি এডিসি ভিলেজের আসাম রাইফেল ক্যাম্পের পিছনের গ্রাম মংকরী পাড়ার জনজাতি মহিলা অর্চনা কলই বেনিফিশিয়ারি হিসাবে গত পাঁচ বছর আগে তেলিয়ামুড়া কৃষি দপ্তর থেকে দুইশতটি হিমসাগর আমের চারা পেয়ে তার ২ কানি জায়গায় সেই চারা রূপণ করে।গত বছর থেকে সেই আম গাছে প্রথম ফলন দেখা দিলেও আম গাছে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় নি। কিন্তু এবছর তার ওই দুইশতটি আম বাগানে ঝাঁকিয়ে ফলন ধরে গ্রীষ্মের সুস্বাদু মিষ্টি রসালো হিমসাগর আম ইতিমধ্যেই উনার ওই আম চাষের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে গোটা তেলিয়ামুড়ায়। খবর সংগ্রহ করতে উনার বাড়িতে গেলে উনি তার হাতে গড়া গোটা হিমসাগর আম বাগানটি ঘুরিয়ে দেখান।কথা প্রসঙ্গে অর্চনা কলই জানান যে, সরকারি সাহায্য বলতে শুধুমাত্র আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বে কৃষি দপ্তর থেকে তাকে এই দুইশতটি উন্নতমানের হিমসাগর আমের চারা দেওয়া হয়।পরবর্তী সময়ে তিনি সেই চারা পেয়ে নিজস্ব অর্থে শ্রমিক লাগিয়ে এতদিন ধরে সেই গাছগুলির পরিচর্যা করে আসছিলেন। গত বছর সেই গাছে প্রথম ফলন আসলেও তা আশানুরূপ ছিল না। কিন্তু এবছর বাগানের প্রতিটি গাছে ভালো ফলন হওয়ায় সেই আম বিক্রি করে তিনি তার বিগত খরচপাতি উঠিয়ে বর্তমানে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছেন।বাজারে প্রথম দিকে নিজ উদ্যোগে সেই আম বিক্রি করতেই তার আমের খ্যাতি ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে।এখন নিয়মিত পাইকাররা তার সাথে যোগাযোগ করে চলছে।তিনি এখন বাড়ি থেকেই আম বিক্রি করে লাভ দেখতে পাওয়ায় আজ তিনি খুব খুশি এবং তিনি স্বাবলম্বী হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছেন বলে জানান জনজাতি রমণী অর্চনা কলই।আগামী দিনে তার নিজস্ব আয় বাড়াতে আরও অন্যকিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান।

মেরুদন্ড জনিত জটিল অস্ত্রপাচার জিবি হাসপাতালে

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। প্রথমবার ১১ বছর বয়সী এক শিশুর মেরুদন্ড জনিত জটিল অস্ত্রপাচার হন এজিএমসি এবং জিবি হাসপাতালে। শিশুটির নাম রূপম ভৌমিকা বাড়ি রাজধানীর রেশম বাগান এলাকায়। গত ২৮ মার্চ তাকে শিশু বিভাগে ভর্তি করানো যযেদিনা দুইজন ভার অস্ত্রোপচার হয়া বৃহস্পতিবার এজিএমসি-র কাউন্সিল ক্রমে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান জি বি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডঃ শংকর চক্রবর্তী, নিউরোসার্জন বিভাগের ইনচার্জ ডাক্তার সিদ্ধারেডি অভিনেক্রিপল্লি। ভারা জানান, শিশুটি হিন্ড স্পাইনাল টিবি-র কারণে সিবিআর কাইডোসিসে ভুগদিলা চিকিৎসকরা আনান শিশুটির মেরুদন্ডে নকেশ ডিফমিটি তৈরি হয়েছিল। যার ফলে সামনে ঝুঁকে পড়া ও ঘুমের অসুবিধা সহ দৈনন্দিন কাজ করতে সমস্যা হতো। শুধু তাই নয় সে ঘুমানোর সময় অসুবিধায় পড়তো। সঠিক সময়ে তার চিকিৎসা না হলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার দিকে যেতে পারত। নিউরো সার্জারি টিম পি এস ও নামক জটিল অস্ত্র প্রচার পরিচালনা করে মেরুদন্ড সোজা করে এবং স্নায়ু রস্কা করে। এই সাফল্য শুধুমাত্র চিকিৎসা জগতের দপ্ততার ফল নয়া বরং হাসপাতাল প্রশাসনের সমশ্বর ও সহায়তার কারনে সম্ভব হয়েদে। হাসপাতালে মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সার্জিক্যাল সামগ্রিক সংগ্রহ করে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা শিশুটির জন্য করা হয়। অস্ত্রোপচারে দিলেন নিউরোসার্জন বিভাগের ইনচার্জ ডাক্তার সিদ্ধারেঞ্জি অভিরেডিপল্লি, তিনি এই অস্ত্রোপচরে প্রধান সার্জনের দায়িত্ব পালন করেছেন। সঙ্গে ছিলেন সরকারি নিউরো সার্জন ডায় সুমন ধর, ডাঃ দেবদত্ত সাধ্য, শিশু বিভাগের চিকিৎসক এবং অধ্যাপক সঞ্জীব দেববর্মা, ডাক্তার রিপন দেববর্মা, ডাক্তার চয়ন সরকার সহ অন্যান্যরা। তাদের নিরশম প্রচেষ্টায় শিশুটির মেরুদন্ডের ভারসাম্য পুনঃস্থাপন হবেদে। বর্তমানে শিশুদের মেরুদন্ডে কোন জটিলতা নেই। শিশুটি বর্তমানে পিঠের উপর রাখন্দে ঘুমাতে পারে। চিকিৎসকের প্রতিনিধি দল আরও আনিয়েমেন, যক্ষা কেবল ফুসফুসে নয়, মেরুদন্ডও আক্রান্ত করতে পারে। আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিশুটি মা-বাবা এবং শিশুকে। শিশুটির মা জানান, উনার ছেলে মেরুদন্ডের সমস্যায় উঠে দাঁড়াতে এবং বসতে পারত না। চিকিৎসকদের কারণে উনার ছেলে এইকঠিন যুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছেন।

যুবক হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছয়জনের শাস্তির দাবিতে আদালত চত্বরে ভিড়, ইন্দ্র নগরে মৌন মিছিল করে তীব্র প্রতিবাদ

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। হাড়ছিমা বোনের প্রেমে উন্মাদ দাদা নৃশংসভাবে খুন করল তরুণীর প্রেমিককো আইসক্রিম ডিঙারে হতভাগ্যের দেহ পায় পুলিশ। পুলিশ ৬ জনকে আটক করে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানিবে বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করে। আদালত চত্বরে জমাবেত হয় এলাকাবাসী। পুলিশ রিমান্ডের আবেদনের পক্ষে ও বিপক্ষে আদালতে জোর সাওয়াল করেন উভয় পক্ষের আইনজীবীরা। এদিকে এলাকায় মৌন মিছিল করলো স্থানীয়রা। আনা যায়, ৮ জুন রবিবার থেকে নিখোঁজ দিল শরিফুল হাসান। জানা যায় রবিবার রাতে ডাক্তার দিবাকর সাহা নামে এক ব্যক্তি শরিফুলকে গিফট দেওয়ার নাম করে ফোন করে নিবে যায়। তারপর থেকে নিখোঁজ ছিল শরিফুল। শরিফুলের পরিবারের পক্ষ থেকে এনসিসি খানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়। পাশাপাশি ডাকার দিবাকর সাহাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ দফার দক্ষার দিবাকরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে গোটা রহস্যের পর্দা ফাঁস করে। তারপর মঙ্গলবার রাতে পুলিশ মেস্তার করে মোট ৬ জনকে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বুধবার গতামভার এক পান দোকানের ডিপ ফ্রিজ থেকে উদ্ধার করা হয় শরিফুলের মৃতদেহ। বুধবার পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি যবে জানান ত্রিকোণ প্রেমের শিকার শরিফুল। গোটা উনার বিষয়ে বলতে গিয়ে জেলা পুলিশ সুদার জানান শরিফুল একটি যুবতীর সাথে প্রেম করতো। মাঝে তাদের মধ্যে ঝামেলা হয়। তারপর ঐ যুবতীর সাথে ভাই সম্পর্কের ডালার দিবাকর সাহার সাথে প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয়। অর্থাৎ ত্রিকোণ প্রেমের সুত্রপাত। ৮ জুন রাতে ডাকার দিবাকর গিফট দেওয়ার নাম করে শরিফুলকে নিয়ে যায় দস্কিন ইন্দ্রনগর জন্মদীপ দাসের বাড়িতে। সেখানে আগে থেকে দিল অনিমেষ যাদব ও নবনিতা দাস। জবদীপ দাসের বাড়িডে শ্বাসরুদ্ধ করে শরিফুলকে হত্যা করে ডাক্তার দিবাকর সাধ্য। ঘটনার দুইদিন পূর্বে একটি ট্রলি ক্রয় করে ঘরে নিয়ে রেখেদিন ডাক্তার দিবাকর সাহা।সেই উনিতে শরিফুলের মৃতদেহ ঢুকানো হয়। তারপর জয়দীপ দাসের বাড়ির অপর একটি ঘরে উনিটি রাখা হয়। ২ জুন ডাক্তার দিবাকর সাধার বাবা দীপক সাহা ও মা দেবিকা সামা একটি ইকো গাড়ি নিয়ে গণ্ডামড়া থেকে জয়দীপ দাসের বাড়িতে আসে। তারপর সেই গাড়িতে করে ট্রপি ভর্তি শরিফুলের মৃতদেহ গতাদড়ায় নিয়ে গিয়ে পান দোকা ডিগ ডিজে রেখে দেওয়া হয়। দড়ায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা গোটা ঘটনা স্বীকার করেদ্যে মাঙ্গনবার রাতেই অভিযুক্ত ৬ জনকে মেস্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল জন্মদেব দাস, ডাক্তার দিবাকর সাহা, অনিমের যাদব, নবনিতা গাস, দীপক সাহা ও দেবিকা সাহা। বৃষস্পতিবার মৃতদের তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করে এনসিসি খানার পুলিশ। সরকার পক্ষের আইনজীবী জানান আদালতে এইদিন অভিযুক্তর গুলি রিমান্ডের আবেদনের পক্ষে সাওয়াল করেছেন। কি কারনে তাদের পুলিশ রিমান্ড প্রযোজন তা আদালতে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি এইদিন পুলিশের গড় থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আরও দুইটি ধারা যুক্ত করার জন্য আদালতে আবেদন জানানো হয়। কারন প্রথমে যখন মামলা হয় তখন সেইটি দিল অপহরণের মামলা। তারপর উদ্ধার হয়েছে শরিফুলের মৃতদেহ। ভাই বর্তমানে আরও দুইটি ধারা যুক্ত করার জন্য আবেদন জানানো হযেনো অপরদিকে অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবী জানান মামলার তদন্তকারি অফিসার অভিযুক্তদের তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে আদালতে। এই আবেদনের উপর এইদিন সাওয়াল করেন তিনি। তিনি পুলিশ রিমান্ডের আবেদনের বিরোধিতা করেছেন। কারন অভিযুক্তদের পুলিশ রিমান্ডের জন্য যে কারন দেখানো হয়েছে, তা সঠিক নয়। তাই তিনি অভিযুক্তদের জেল হেপাজতে পাঠানোর তান্য আবেদন আনিযেদেন আদালতে। অভিযুক্তদের জামিনের জন্য এইদিন কোন আবেদন জমা করেন নি। অভিযুক্তরা তদন্ত প্রক্রিয়ায় পুলিশকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে। এইদিকে শরিফুলের অকাল মৃত্যুতে শোঁকের দাবা নেমে এসেছে ইন্ডনগর এলাকান। এলাকাবাসিদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে অভিযুক্তদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি প্রদানের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইন্দ্রনগর এলাকার জনগণ অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এলাকায় মোমবাতি হাতে নিয়ে মৌন নিদিল সংগঠিত করে।

নিয়োগ দুর্নীতির জেরে আবারো তালা ঝুললো চড়িলামে

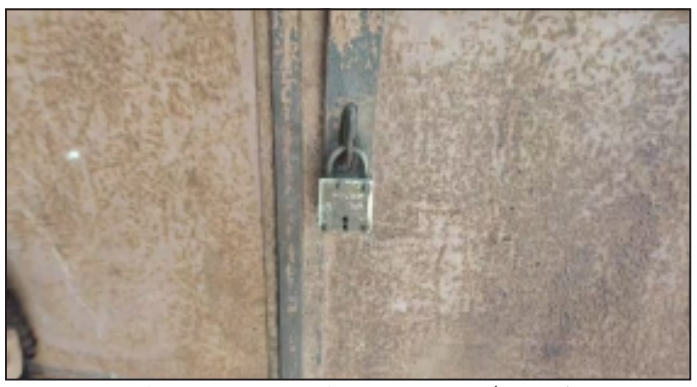

খবরে প্রতিবাদ, ১২ জুন,।। গানটা ছিল তত্ততালা খুইলা দে,??? কিন্তু বর্তমানে চড়িলাম এ চলছে তালা দিয়া দে। অঙ্গনওয়াড়ি হেলপার নিয়োগ নিয়ে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী তালা ঝুলিয়ে দেয় চড়িলাম ব্লকের লালসিংমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিখরিয়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এই সেন্টারের হেলপার মৃত্যু হওয়ার পর পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তক্রমে এই এলাকার নয় মাসের গর্ভবতী চম্পা ঘোষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। চম্পা ঘোষ ৯ মাসের গর্ভবতী হয়েও পরিশ্রম করে এই সেন্টারের হেলপার হিসাবে কাজ করে আসছে। কিন্তু হঠাৎ করে দুইদিন আগে এই সেন্টারে হেলপার হিসেবে চম্পা ঘোষকে বাদ দিয়ে পিঙ্কি শীলকে নিয়োগ করা হয়। যার ফলে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী বৃহস্পতিবার

সকালে তালা ঝুলিয়ে দেয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। সংবাদমাধ্যমে গ্রামবাসী জানায় এই সেন্টারে বিগত বহুদিন হেল্পার হিসাবে কাজ করে আসছে চম্পা ঘোষ। কিন্তু হঠাৎ করে চম্পা ঘোষকে বাদ দিয়ে পিঙ্কি শীলকে কেন নিয়োগ দেওয়া হলো?? এই নিয়োগ তারা মানতে নারাজ। টাকা খেয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে পিংকি শীলকে এমনটাও অভিযোগ তাদের।

অন্যদিকে একই দিনে আরো এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে হেল্পার নিয়োগ নিয়ে ক্ষুব্ধগ্রামবাসী তালা ঝুলিয়ে দিল। দ্বিতীয় এই ঘটনাটি ঘটে লালসিং মুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড মান্ডব কিল্লা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার। এই সেন্টারে বিগত প্রায় দুই বছর ধরে গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হেল্পার কর্মী হিসেবে কাজ চালিয়ে ছিল স্বামী হারা বিধবা রোজিনা আক্তার। দীর্ঘ দুই বছর ধরে হেলপার হিসেবে কাজ করে এসেছিল রোজিনা। কিন্তু হঠাৎ করে এই সেন্টারে হেল্পার নিয়োগ করা হলো মাম্পি বেগমকে। যার ফলে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী বৃহস্পতিবার সকালে সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাদেরো দাবি রোজিনা আক্তারকে পুনরায় মান্ডব কিল্লা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের হেল্পার হিসেবে নিয়োগ করতে হবে। উভয় অঙ্গনারী সেন্টার প্রাঙ্গণে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751